(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

"পরিচ্ছন্ন বরগুনা পৌর শহর গঠন এবং খাকদোন নদী ও ভাড়ানি খাল দখলমুক্ত করে খনন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক"

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বরগুনা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ০২ এপ্রিল বরগুনা পৌর মিলনায়তনে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরগুনার জেলা প্রশাসক জনাব হাবিবুর রহমান। দখল হয়ে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বরগুনার খাকদোন নদী ও ভাড়ানী খাল পুনরুদ্ধার, খনন এবং পায়রা নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রবাহ সচল করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোন ধরণের রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির বা গড়িমসি করা চলবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৃষির অস্তিত্ব রক্ষায় খাকদোন-ভাড়ানীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই দখল হয়ে যাওয়া বিষখালী ও খাকদোন নদী এবং ভাড়ানী খালের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন বাপা বরগুনা আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক মুশফিক আরিফ। প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয় কিভাবে নদী ভরাট হয়ে গেছে এবং কারা কিভাবে দখলে নিয়েছে। দখল হওয়ায় কি কি হুমকিতে পড়েছে বরগুনা শহর তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ।

বাপা বরগুনা শাখার সিনিয়র সদস্য হাসানুর রহমান ঝন্টুর সভাপতিত্বে মুক্ত আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ জাহাঙ্গির মল্লিক, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ জাহাঙ্গীর কবির, বরগুনা পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট কামরুল আহসান মহারাজ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার আলম, সাবেক মেয়র ও জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি অ্যাডঃ মোঃ শাহজাহান, আছিয়া এন্তাজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমান, নদী বন্দর কর্মকর্তা মামুন অর রশীদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি জহিরুল হাসান বাদশা, জেলা নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সেক্রেটারী মনির হোসেন কামাল, নদী পরিব্রাজক দল বরগুনা শাখার সভাপতি সোহেল হাফিজ, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বরগুনার সমন্বয়ক মিজানুর রহমান প্রমুখ। প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

"জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ নদী, পানি ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিষয়ক যুবদের দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন"

নাগরিক উদ্যোগ ও বাংলাদেশ ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্ক (বিএলআরএন), এএলআরডি ও ইন্টারন্যাশনার ল্যান্ড কোয়ালিশন এবং সহযোগী আয়োজক হিসেবে বাপা বরিশাল শাখা ও রীচ টু আনরীচড (রান) এর যৌথ উদ্যোগে ০৩ ও ০৪ এপ্রিল, ২০২১ বরিশালের 'দি রিভার ভিউ চাইনিজ রেস্টুরেন্ট কনফারেন্স হলে যুবদের নিয়ে "জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ নদী, পানি ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিষয়ক ২ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন" অনুষ্ঠিত হয়।

৩ এপ্রিল, ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জনাব এ, এইচ, তৌফিক আহমেদ (বিভাগীয় প্রধান, ইউনিসেফ বরিশাল)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব কে,এস,এ, মহিউদ্দিন মানিক (বীর প্রতীক), এতে যুব মেন্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিফ এম চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন রনজিৎ কুমার দত্ত। সেশন পরিচালনা করেন বাপা কার্যকরী পরিষদের সদস্য যথাক্রমে জনাব আমিনুর রসুল,বাপাবরিশাল শাখার সমন্বয়ক মোঃ রফিকুল আলম এবং এ্যাড. মোঃ হেমায়েত উদ্দিন, ও জনাব মাহবুব আক্তার।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

৪ এপ্রিল, জনাব রনজিৎ কুমার দত্ত এর সভাপতিত্বে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন প্রফেসর শাহ সাজেদা (সভাপতি, সনাক, বরিশাল)। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন আসিফ এম চৌধুরী, মেন্টর, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।বক্তারা বলেন, অত্যন্ত কাঠামোবদ্ধ ও স্বল্প সময়ের এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীর মাধ্যমে তরুণরা ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, পানি ও নদী ইত্যাদি সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা লাভ করেছে, যা এক দিকে অনুপ্রেরনা এবং অন্য দিকে এক ধরনের উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে তারা এই অভিজ্ঞতাকে মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাপা জাতীয় কমিটির ২৩তম সভা

বাপা'র সভাপতি সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে ১০ এপ্রিল,২০২১ শনিবার, সকাল ১০.৩০টায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাপা জাতীয় কমিটির ২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৪৮জন সদস্য অংশ গ্রহন করেন। উক্ত সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিলো ০১. শোক প্রস্তাব পাঠ ও গ্রহণ০২.পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরনী পাঠ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা০৩. সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ ও গ্রহণ ০৪.বাপা'র বিষয়ভিত্তিক আন্দোলন ০৫.সাংগঠনিক বিষয়াদি **(সদস্য/শাখা/স্থানীয় আন্দোলন)**ও ০৬. বাপা আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।

সভায়আলোচনার মাধ্যমে নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. বাপা'র আর্কাইভ তৈরী
২. বাপা'র কমিটিগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করে তাদের কর্মকান্ড জোরদার করা
৩. করোনা নিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ
৪. আদিবাসী ও খাশিয়াদের জমি রক্ষায় কর্মসূচী গ্রহণ
৫. নদী কমিশনের সঙ্গে আলোচনা ও চিঠি প্রদান
৬. পরিবেশ নিয়ে বাপা'র প্রাক-বাজেট কর্মসূচি
৭. সরকারের নীতি নির্ধারনী পর্যায়েবাপা নেতৃবৃন্দের আলোচনা

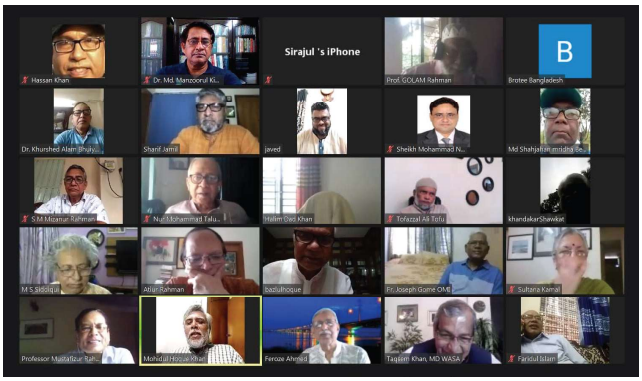

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় নির্মাণাধীন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পাঁচজন ৫জন নিহতও ২৫ জন আহতের ঘটনায় বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল যৌভাবে বাপা'র পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রদান:

১৭ এপ্রিল, ২০২১ শনিবার সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় 'এস আলম' গ্রুপের কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভে গুলির বর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। এসময় শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয় গ্রামবাসীও। বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সওগাত ফেরদৌস প্রথম আলোকে বলেন, 'আহত অবস্থায় অনেককে হাসপাত-ালে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে চারজন মারা গেছেন।' তিনি জানান, নিহত চারজন হলেন আহমেদ রেজা (১৮), রনি (২২), শুভ (২৪) ও মো. রাহাত (২২)। আহত ব্যক্তিদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাবিবুল্লাহ (১৯) নামের একজন মারা যান। বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিউর রহমান মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আমরা অতিদ্রুত খুনিদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং দেশের সব কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের দাবী জানাচ্ছি।

হবিগঞ্জে পরিবেশ বিধ্বংসী অপকীর্তি ও বিনষ্ট কাজ অবলীলাক্রমে ঘটছে

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)হবিগঞ্জের সভাপতিঅধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদও সাধারণ সম্পাদক, খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল২১ এপ্রিল হবিগঞ্জেপরিবেশ বিধ্বংসী অপকীর্তি ও বিনষ্ট কাজ অবলীলাক্রমে ঘটছে বলে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, হবিগঞ্জের সকলেই জানেন, শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খোয়াই নদীটি বর্তমানে চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছে।নদীটি কি পরিমাণ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে তা আমরা টের পাইবর্ষা মৌসুমে। প্রতি বছরই খোয়াই নদীতে বান দেখা দেয়। এসময় শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মানুষকে চরম উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের মধ্যে দিনরাত কাটাতে হয়। খোয়াই নদীর বিভিন্ন স্থান থেকে অবাধে চলে বালু-মাটি উত্তোলন। অর্থলোলুপরা প্রভাব খাটিয়েনদীর তীর ও নদী অভ্যন্তরঅনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বালু-মাটি উত্তোলনের কারণেনদী ও নদীর তীর হুমকির মুখে পতিত হয়েছে।অপরিকল্পিত বালু-মাটি তোলার কারণেএরই মধ্যে হারিয়ে গেছে গরুর বাজার নৌকাঘাট। শহর থেকে নদীর তলদেশ প্রায় ১২/১৫ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে "বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা: কোন পথে সরকার?" বিষয়ক বাপা-বেন-এর বিশেষ ওয়েবিনার

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-এর যৌথ উদ্যোগে ২২ এপ্রিল, ২০২১ (বাংলাদেশ সময়) সকাল ৯.০০ টায় "বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা: কোন পথে সরকার?" বিষয়ক বিশেষ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাপা'র সহ-সভাপতি ও বেন এর প্রতিষ্ঠাতা **ড. নজরুল ইসলাম** এর সভাপতিত্বে এবং বাপা'র সাধারণ সম্পাদক, **শরীফ জামিল** এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন **ড. মোঃ খালেকুজ্জামান**, অধ্যাপক, লকহ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয় পেনসিলভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র। নির্দ্ধরিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন **সুলতানা কামাল**, সভাপতি, বাপা, **অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ**, সহ-সভাপতি, বাপা, **ডা. মোঃ আব্দুল মতিন**, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাপা, **ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার**, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, **শারমীন মুরশিদ**, সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এবং **ফরিদুল ইসলাম ফরিদ**, সভাপতি, তিস্তা রক্ষা সংগ্রাম কমিটি। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাইফুল পাইকার,বাপা নির্বাহী সদস্য এম এস সিদ্দিকী, জিয়াউর রহমানও রফিকুল আলম ।

মূল বক্তব্যে **ড. মোঃ খালেকুজ্জামান** বলেন, দেশের নদ-নদীর সংখ্যার কোন সঠিক হিসাব সরকারের কাছে নাই। তিনি বলেন, দেশে যে এতগুলো পোল্ডার করা হল তাতে কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে ? দেশে বিভিন্ন ধরনের বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পুরানো ধারনা নীতি নীর্ধারকদের মাথা থেকে এখনও যায়নি। তিনি বলেন বাংলাদেশ এখনও পানির ন্যায্য হিসাব পাচ্ছে না। তিনি দেশের নদী ব্যবস্থাপনার বিধানগুলোতে অনেক সমস্যা আছে উল্লেখ করে বলেন, পানি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বৃহৎ কর্মকান্ডের বেলায় প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া বা মামলা করার বিধান রাখা হয় নাই, যার ফলে প্রকল্পগুলো বারবার ক্ষতির সম্মূখিন হচ্ছে। ভারত ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী নিয়ে যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা হবে বাংলার জনগনের জন্য ক্ষতিকর কারণ। তিনি সরকারের কাছে প্রশ্ন করেন তিস্তাসহ দেশের অন্যান্য নদীগুলোকে কেন সরু করা হচ্ছে?, চায়না পাওয়ার কোম্পানি কিভাবে নদী বিশেষজ্ঞ বনে গেল?, দেশের সব মেগা প্রকল্পের বিষয়ে দেশের মানুষকে কেন জানানো হয় না বা তাদের মতামত নেয়া হয় না?। যেহেতু হাইকোর্ট নদীকে জীবন্ত স্বত্ত্বা বলে ঘোষণা করেছেন সেহেতু কেন এবং কিভাবে জীবন্ত নদীর হাত পা কেটে পঙ্গু করা হচ্ছে?, তাহলে কি হাইকোর্টের রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে না?। তিনি তিস্তা প্রকল্পকে বিজ্ঞান ভিত্তিক নয় বলে মন্তব্য করেন। ড. মোঃ খালেকুজ্জামান বিলিয়ন ডলারের চায়না তিস্তা প্রকল্পের EIA I SIA সহ সম্ভাব্যতা জরিপের বিস্তারিত জনসম্মুখে প্রকাশের দাবী করেন।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, দেশে কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন হচ্ছে না। সব প্রকল্পই হচ্ছে কেবল অপরিকল্পিত ও লুটেরা প্রকল্প। মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, আমলা ও টেকনোক্র্যাটদের কারণে দেশের সাধারণ জনগনের মতামত ও অধিকার উপেক্ষিত হচ্ছে বারবার। তিনি সরকারের প্রতি দেশের সব ধরণের প্রকল্পে স্বচ্ছতা, জনগনের অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ বিষয়ে জনগনকে জানানোর দাবী জানান। তিনি কক্সবাজারের কোহেলিয়া, উত্তর বঙ্গের তিস্তা সহ দেশের অন্যান্য নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সরকারের সব মেগা প্রকল্পে জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও তাদের মতামত গ্রহণের দাবী জানান।

সুলতানা কামাল বলেন, দেশের সম্পদ বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ব্যবহার করা হচ্ছে জনগনের মতামতের কোনরকম তোয়াক্কা না করেই। কিন্তু এটি জনগনের সম্পদ এ সম্পদ ব্যবহারের আগে জনগনের মতামতের প্রয়োজন। সরকার দেশের নদী এবং পরিবেশকে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে ধ্বংস করেই চলছে। যা কোন ভাবেই কাম্য নয়। সরকারের এ ধরনের প্রকল্পের মধ্যে সততা নেই বললেই চলে। তিনি নাগরিকবোধ থেকেই আমাদের আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে পরিবেশ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক এম ফিরোজ আহমেদ, বলেন দেশের নদ-নদী নিয়ে তথ্যগত অনেক ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে কি পরিমাণ পানি আসে এবং যায় তার কোন সঠিক হিসেব নেই। দেশের পলি নিয়ে অনেক রিচার্স হয়েছে অনেক অর্থও ব্যয় হয়েছে কিন্তু যৌক্তিক কোন ব্যখ্যা পাওয়া যায়নি। তিনি আরো বলেন ডিপ চ্যানেল করলে ২-৩ বছরের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের নদী সমস্যা সমাধানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা ছাড়া কোন প্রকল্প গ্রহন করা ঠিক হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, দেশের নদ-নদী দূষণের মাত্রা চরম পর্যায়ে ঠেকেছে বলে মনে করেন, নদীর তীরের অবস্থা আরো করুন। তিনি বলেন এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকারের পরিবেশ, নদী ও পানির সংগে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের আসা উচিত ছিল। বর্তমানে নদী

ব্যবস্থাপনার কোন আইনই কাজে আসছে না, আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন উন্নয়নই করা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি এ বিষয়ে গৃহীত মাষ্টার প্লান নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিতেও পরামর্শ দেন।

ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, রাজধানীর নদীগুলোকেই সরকার ঠিক করতে পারছে না তাহলে সারাদেশের নদীগুলোকে কিভাবে রক্ষা করবে?। সরকার অনেকটা কম্প্রোমাইজ করে চলছে বলেই নদীগুলো উদ্ধার করতে পারছেনা বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সবাইকে নদী ও পরিবেশ নিয়ে জোরদার আন্দোলনের আহ্বান জানান।

শারমীন মুরশিদ বলেন, সরকারী সংস্থাসমূহ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কাজ করতে গিয়ে অনেক বেশী দূর্নীতি পরায়ন হচ্ছে। রাষ্ট্র নিজেই নদী ধ্বংস করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। সরকার নদী রক্ষার আইন করেছে কিন্তু তার যথাযথ বাস্তবায়ন করছে না। কোভিড সময়ে নদী দখল আরো বেড়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ফরিদুল ইসলাম ফরিদ বলেন, তিস্তা প্রকল্প নিয়ে কোন সমীক্ষা হয়েছে কি না আমরা স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে গিয়ে তার প্রমাণ পাইনি। তিস্তা বাধ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অনেক টাকা অপচয় হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের কিছু স্থানীয় গোন্ডাবাহিনী দিয়ে এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে তাদের পক্ষে লোক সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন রাজনৈতিক ইচ্ছাই বর্তমানে নদী দখলের মহাপরিকল্পনা চলছে।

"রক্তমাখা বাঁশখালীসহ সকল কয়লা বিদ্যুৎ বন্ধ করো, বাংলাদেশ উপকূল রক্ষা করো" শ্লোগানে মানববন্ধন

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মোংলা শাখার আয়োজনে ২২ এপ্রিল "রক্তমাখা বাঁশখালীসহ সকল কয়লা বিদ্যুৎ বন্ধ করো, বাংলাদেশ উপকূল রক্ষা করো" শ্লোগানে এক মানববন্ধনে অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মোংলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক মোঃ নূর আলম শেখ। মানববন্ধন চলাকালে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাপা নেতা মোল্লা আল মামুন, জানে আলম বাবু, শেখ রাসেল প্রমূখ। মানববন্ধনে বক্তারা আরো বলেন পরিবেশ এবং গণবিরোধী উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ধরিত্রী আজ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এখনই সময় পরিবেশ বান্ধব পৃথিবী গড়ে তোলার। ফসিল ফুয়েল কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তিতে ফিরে আসতে হবে। বক্তারা নদী-খাল-বিল-জলাশয়-পাহাড়-জঙ্গল দখল করে পরিবেশ বিরোধী এবং সুন্দরবন বিনাশী উন্নয়ন পরিকল্পনা বন্ধের আহ্বান জানান।

মোংলায় বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে "রক্তমাখা বাঁশখালীসহ সকল কয়লা বিদ্যুৎ বন্ধ করো, বাংলাদেশ উপকূল রক্ষা করো" শিরোনামে বাপা'র উপকূলজুড়ে প্রতিবাদী কর্মসূচি। ২২-০৪-২০২১

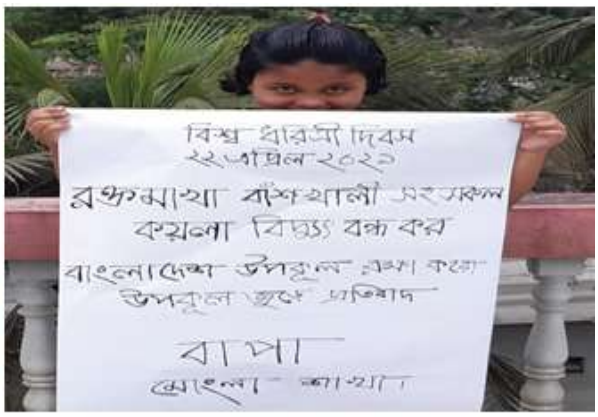

এ দিবস উপলক্ষে উপকূলজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাপা মোংলা শাখার উদ্যোগে শিশুরা প্লাকার্ডে পরিবেশ বান্ধব নানা শ্লোগান লিখে প্রতিবাদী কর্মসুচি পালন করে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) উপকূলজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসুচির অংশ হিসেবে কক্সবাজার, কলাপাড়া, মোংলা, মহেশখালী, বরগুনা, আমতলী ও পাথরঘাটা আঞ্চলিক শাখায় বিভিন্ন দাবীতে প্লাকার্ডে পরিবেশ বান্ধব নানা শ্লোগান লিখে প্রতিবাদী কর্মসুচি পালন করে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

রাজধানীর পুরনো ঢাকার আরমানিটোলায় ছয়তলা একটি ভবনের নীচতলার ক্যামিকেল গোডউনে আগুনের ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু ও ১৮জন দগ্ধের ঘটনায় বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল যৌভাবে বাপা'র পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করছেন:

২৩ এপ্রিল, ২০২১ রাজধানীর পুরনো ঢাকার হাজী মুসা ম্যানসন ভবনের নিচতলা থেকে শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটার দিকে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৪ জন মৃত্যু এবং ১৮জন দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল ও শেখহাসিনা বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধিন রয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান ভবনটির নিচতলায় রাসায়নিকের গুদাম থেকে শুক্রবার ভোর রাত সাড়ে তিনটার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের হাইড্রোলিক ল্যাডারের মাধ্যমে তিনতলা এবং চারতলা থেকে গ্রিল কেটে হতাহতদের নামানো হয়েছে বলে জানা যায়।

এর আগে নিমতলীতে ২০১০ সালে ৩ জুনের অগ্নিকান্ডে ১২৪ জন ২০১১ সালে ৭০ জন এবং ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে পুরান ঢাকার চকবাজার চুড়িহাট্টা ওয়াহেদ ম্যানশনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ওই ভবনে থাকা কেমিক্যাল গোডাউনের আগুন মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ নেয় এবং ঘটনাস্থলেই পুড়ে মৃত্যু হয় আরো ৭১ জনের।

এই গভীর শোকের মুহূর্তে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে তিনটি বিভীষিকাময় ঘটনার যা ঘটেছে আমাদের প্রিয় রাজধানীর পুরোনো অংশে। সেদিনের নিমতলী চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডেরই পুনরাবৃত্তিই যেন গত শুক্রবারের ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ড।

বারবার এহেন দুর্ঘটনা ঘটার পরও সরকার কার্যকর কোন ব্যবস্থা না নেয়ায়, আমরা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এধরণের মার্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে সে জন্য সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ অতিদ্রুত পুরান ঢাকা এবং দেশের সব আবাসিক এলাকা থেকে কেমিক্যাল ও দাহ্য পদার্থ দ্রুত অপসারণ করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

বাপা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নব গঠিত কমিটি'র ২য় সভা

২৫ এপ্রিল,২০২১ বিকেল ৩টায় জুম-এর মাধ্যমে বাপা'র পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক, ডা. জাকির হোসেন এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব বিধান চন্দ্র পাল। সভায় সদস্যদের মধ্যে উপস্থি ছিলেন, ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, ডা. মোঃ আফতাব উদ্দিন, শরীফ জামিল, ডা. নীতিশ কুমার দেবনাথ, ড. মোঃ আব্দুল বাকী, মোঃ শফিকুল ইসলাম, ডা. মাহমুদুর রহমান, ডা. রুবাদা খন্দকার, ফরিদা আখতার, ডা.কান্তা দেবী, ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, মোঃ রফিকুজ্জামান পল্লব, ডালিয়া দাস, মোঃ মাহবুব হাসান মাসুদ, দেওয়ান নূর তাজ আলম।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

সভার সিদ্ধান্ত সমূহ

১.উক্ত সভায় ৭ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। এতে কমিটির সদস্য সচিব বিধান চন্দ্র পাল সমন্বয়ক এবং অন্যরা সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।অন্যসদস্যরা হলেন, ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, ডা. মোঃ আফতাব উদ্দিন, শরীফ জামিল, ফরিদা আখতার, ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং দেওয়ান নূর তাজ।
২. পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচির অগ্রধিকারের ভিত্তিতে স্টাটেজি প্রনয়ন।
৩. বায়ু, শব্দ, পানি ও খাদ্য দূষণকে সামনে রেখে কর্মপরিকল্পনা তৈরী।
৪. বাপা'র ওয়েবসাইটে আলাদা পেজ খোলা এবং হোয়ার্টস আপ গ্রুপ করা।
৫. করোনা বিষয়ে কর্মসূচি।
৬. পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাক-বাজেট।

বড়াল রক্ষা আন্দোলনের এপ্রিল, ২০২১ এর কর্মসূচী

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সক্ষাত ও প্রতিবাদ

চাটমোহর পৌরসভার বর্জ্য ফেলার জন্য নির্মিত ড্রেন বড়াল নদীতে সরাসরি সংযোগ দেওয়া চলনবিল রক্ষা আন্দোলন ও বড়াল রক্ষা আন্দোলন এর সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান, চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ১৬ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে দেখা করে এর প্রতিবাদ করেন।

চাটমোহর নতুন বাজার জনতা ব্যাংকের সামনে নদী ভরাট করে দখল করায় প্রতিবাদ

চাটমোহর নতুন বাজার জনতা ব্যাংকের সামনে নদী ভরাট করে দখল করায় ২৩শে এপ্রিল, ২০২১ তারিখে চলনবিল রক্ষা আন্দোলন ও বড়াল রক্ষা আন্দোলন এর সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান, চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করে এর প্রতিবাদ করেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরেজমিনে তা পরিদর্শন করে নদী ভরাট বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ এপ্রিল ২০২১

চাটমোহর নতুন বাজার খেয়াঘাট ক্রস বাঁধ এলাকায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এলজিইডি প্রকৌশলী এবং বড়াল রক্ষা আন্দোলন এর সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান এর সরেজমিনে পরিদর্শন

বড়াল রক্ষা আন্দোলনের ফলে চাটমোহর নতুন বাজার খেয়াঘাট ক্রস বাঁধ উচ্ছেদ হয়েছে এবং ব্রীজ নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে। নদীর থেকে ছোট ব্রীজ করা হচ্ছে বলে এলজিইডি এবং চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবাদ করা হয় এং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এলজিইডি প্রকৌশলী তা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd